223

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUL 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

একাডেমিক ক্যালেন্ডারে সেশন জট নিরসনে আনোয়ার

আনোয়ার আল দীন ॥ একাডেমিক ক্যালেণ্ডার বাস্তবায়ন ও নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কমিয়াছে। অতীতে যেখানে ৩ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করিতে ৪ হইতে ৫ বছর লাগিত, এখন নির্ধারিত সময়েই তাহা শেষ হইতেছে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষ হইতে একাডেমিক ক্যালেণ্ডার চালু করা হয়। এই ক্যালেণ্ডার চালুর প্রথম বৎসরে কেবল অনার্স প্রথম বর্ষ ও প্রিলিমিনারী প্রথম পর্বের ক্লাস শুরু, ইনকোর্স ও কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা, এবং বন্ধের তারিখসমূহ

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

একাডেমিক ক্যালেণ্ডার

(১ম পৃঃ পর)

ক্যালেণ্ডারে নির্ধারিত রাখা হয়। ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ এবং প্রিলিমিনারী শ্রেণীর পরীক্ষার তারিখসমূহ নির্ধারিত রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী উহা যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যাপারে গ্রহণ করেন কঠোর পদক্ষেপ। ফলে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী প্রথম-পর্বের ছাত্ররা কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা পিছাইবার দাবীতে মিছিল-সমাবেশ করিলেও কর্তৃপক্ষ অটল সিদ্ধান্তে একাডেমিক ক্যালেণ্ডারে নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

চলতি ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক ক্যালেণ্ডারে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সহিত অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার তারিখ ও যুক্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। অচিরেই এই ক্যালেণ্ডার প্রকাশিত হইবে। এদিকে সেশনজটমুক্ত শিক্ষার কার্যক্রম অব্যহত রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সাবসিডিয়ারী পদ্ধতি তুলিয়া দিয়া চলতি শিক্ষাবর্ষ হইতে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি চালু করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ব হইতে প্রচলিত ৯০০ নম্বরের পরিবর্তে ১৫০০ নম্বরের অনার্স কোর্স পরীক্ষা দিতে হইবে। সমন্বিত কোর্স পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি অধিক মনোযোগী করার উদ্দেশ্যে মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে সব বিভাগে মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বলেন, এই পদ্ধতি ৩ বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হইয়াছে। চলতি শিক্ষা বর্ষে যে ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোর্সের অধীনে ভর্তি হইয়াছে ৩ বছরেই তাহারা অনার্স পাস করিতে পারিবে। সেশনজটে পড়িতে হইবে না।